যুগান্তর

তারিখ 30 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

একাদশ শ্রেণীর সব নতুন বই পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

মুশতাক আহমদ

সরকার এবার একাদশ শ্রেণীতে সব বই নতুন দিচ্ছে না। এখন পর্যন্ত নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজি বই পুরনোটিই দেয়া হবে। সেই সঙ্গে নতুন পাণ্ডুলিপি লেখা আরও কয়েকটি বই বাতিলের তালিকায় যোগ হতে পারে। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি যুগান্তরকে জানান, সময় আর ভালো মানের পাণ্ডুলিপির অভাবে সব বই নতুন দেয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে ইংরেজি বই রচনায় গঠিত কমিটি বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে ভালো মানের বই রচনা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে। জমা পড়া খসড়া পাণ্ডুলিপির মধ্যে আরও কিছু নিম্নমানের পাওয়া যেতে পারে। সেগুলো মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। নতুন পাঠ্যবই ছাড়াই একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে হবে। এদিকে যে কটি বই নতুন যাচ্ছে সেগুলোও সময়মতো পাবে না শিক্ষার্থীরা। ফলে বই ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে হবে ১ জুলাই। অন্যদিকে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বলছে, ৭ জুলাইয়ের আগে কোনভাবেই নতুন বই বাজারে দেয়া সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে সারাদেশে একাদশ শ্রেণীতে সমন্বিত ভর্তি কার্যক্রম চলছে, তাদের নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপিই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। গত কয়েক দিনে দুই দফায় ৩০টি বই প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাদের পর ফের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে। এর পর তা চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন পাবে। এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক তাহেরা আক্তার জানান, একটি বই চূড়ান্ত অনুমোদন ও ছাপা শেষে তা বাজারে যেতে সময় লাগে। সেই সময় ৭ জুলাইয়ের আগে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

তবে বইয়ের প্রকাশকরা বলছেন, যদি সরকার ১৫ জুনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়, তাহলে তারা ৩০ জুনের মধ্যে বই সারাদেশের বাজারে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নয়া শিক্ষানীতির আলোকে এবার একাদশ শ্রেণীতে নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই প্রবর্তিত হচ্ছে। সে কারণে নতুনরূপে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। এই কারিকুলামের আলোকে নতুন বই লেখার কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই কাজ মাঝপথে থমকে ছিল এনসিটিবিতে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে।

পাঠ্যবইয়ের এ বিলম্বের জন্য মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। নাম প্রকাশ না করে খোদ মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি এবং কয়েকজন প্রকাশক জানিয়েছেন, এনসিটিবির বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিনকে দ্বিতীয় দফায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। তার মেয়াদ শেষ হয় ৫ মে। এর কয়েক দিন আগেই রাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আর মৌলবাদনির্ভর তথ্য উপস্থাপনের দায়ে ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু এরপরও মন্ত্রণালয় ওই ব্যক্তিকে পুনর্নিয়োগ দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফাইল ফেরত এলে নতুন ফাইল উঠানোর জন্য বেশ কয়েক দিন সময় লাগে। এ প্রক্রিয়ার ফাঁদে পড়েছিল নতুন বই। এর বাইরে কারিকুলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর এনসিটিবি আর মন্ত্রণালয়ে তা ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকা এবং বিলম্বে জাতীয় কারিকুলাম কমিটির (এনসিসি) অনুমোদন পাওয়ার ঘটনাও আরেকটি কারণ বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা এক্ষেত্রে একটি মহলের গোপনে কারিকুলাম পাচার ও একশ্রেণীর লেখক-প্রকাশককে বই লেখার সুযোগ করে দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্য থাকার কথা উল্লেখ করেন। ফলে সব কারণ মিলিয়ে যথাসময়ে নতুন বই পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সংকট তৈরি হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ১০ ডিসেম্বর জাতীয় কারিকুলাম সমন্বয় কমিটির সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত এনসিটিবিতে পৌঁছেছে তিন মাস পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। আরও দুই দিন লাগে সিদ্ধান্ত এনসিটিবিতে পৌঁছাতে। এর আগে নতুন বইয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন শেষ হয় ২১ নভেম্বর। তার অনুমোদনের এক সপ্তাহ পর ৬ মার্চ বিভিন্ন সংবাদপত্রে নতুন পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। লেখক-প্রকাশকরা সে অনুযায়ী ১৩ মে বইয়ের খসড়া পাণ্ডুলিপি জমা দেন। এর পর প্রথম ধাপে ২ মে পদার্থ, রসায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি বইয়ের পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন করতে দেয়া হয় বাইরের মূল্যায়নকারীদের কাছে। দ্বিতীয় ধাপে ৩০টি বইয়ের মূল্যায়ন করতে দেয়া হয় ২ মে। প্রথম ধাপের তিনটি বই বিশেষজ্ঞরা জমা দেবেন ৪ জুন। আর পরের ধাপের বই ৫ জুন জমা দেয়ার কথা রয়েছে।

ক্লাস শুরু হচ্ছে ১ জুলাই